রংপুর বিদ্রোহ সম্পর্কিত প্রশ্ন উওরের পিডিএফ

বিষয় ;-

রংপুর বিদ্রোহ কী?

রংপুর বিদ্রোহ কেন হয়েছিল?

রংপুর বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?

রংপুর বিদ্রোহ কবে সংঘটিত হয়?

রংপুর বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ?

রংপুর বিদ্রোহের গুরুত্ব কী ছিল?

রংপুর বিদ্রোহ কী?

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের দেবী সিংহ নামে এক ব্যক্তি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে বা তৎকালীন বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছ থেকে বার্ষিক ১৬ লাখ টাকার বিনিময়ে রংপুর, দিনাজপুর এবং এদ্রাকপুর পরগনার রাজস্ব আদায়ের অনুমতি লাভ করেন। সরকারের ১৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় ছাড়াও নিজের অতিরিক্ত লাভের জন্য
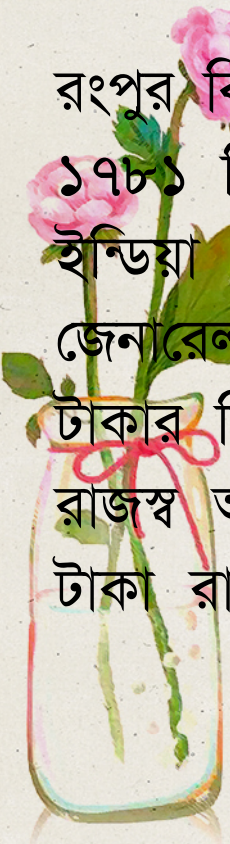
দেবীসিংহ দিনাজপুর, রংপুর সহ এদ্রাকপুরের জমিদার এবং কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালাতে শুরু করেন। দেবীসিংহের অত্যাচারের প্রতিবাদের স্থানীয় নেতা নুরুল উদ্দিন এবং দয়ারাম শীলের নেতৃত্বে কৃষক ও জমিদাররা মিলে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে যে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন,তাই রংপুর বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

রংপুর বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? | রংপুর বিদ্রোহের কারণ কি ছিল?

রংপুর বিদ্রোহের প্রধান কয়েকটি কারণ ছিল-

১) জমিদার এবং কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করা

২) কৃষকদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা

৩) কৃষক ও জমিদারদের সম্পত্তি দখল ইত্যাদি।

১) জমিদার এবং কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করা ;

দেবী সিংহ সরকারের বা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা খাজনা আদায় করার জন্য জমিদার এবং কৃষকদের উপর নানা ধরনের অতিরিক্ত কর আরোপ করে। দেবসিংহে সেই অতিরিক্ত কর আরোপ করায় একদিকে যেমন জমিদারদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল,

ঠিক সেরকমই কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তাই জমিদার এবং কৃষকরা মিলে বিদ্রোহ করে দেবী সিংহের সেই অতিরিক্ত অত্যাচার থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।

২) কৃষকদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা ;
যদি কখনো কোন কৃষক দেবী সিংহের অতিরিক্ত কর বা খাজনা দিতে রাজি না হতো, তাহলে দেবী সিংহের আদেশে সেই কৃষককে বেধেঁ নিয়ে গিয়ে তার ওপর অত্যাচার করা হতো। কৃষকদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করাও রংপুর বিদ্রোহের একটা বড়ো কারণ ছিল।

৩) কৃষক ও জমিদারদের সম্পত্তি দখল ;
কৃষকদের উপর দেবীর সিংহের করের বোঝা এতটাই বেশি হতো যে, কৃষকরা নিজের ঘর বাড়ি, যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে এমনকি নিজের সন্তান বিক্রি করেও দেবী সিংহের খাজনা মেটাতে পারতেন না। যদি কোনো কৃষক নিজের খাজনা মেটাতে অসমর্থ্য হতো,তাহলে তাকে নিজের ঘরবাড়ি থেকেই উচ্ছেদ করে তার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। ফলে অনেক কৃষকরাই এতে গৃহহীন হয়ে পড়তেন। অনেক সময় জমিদারদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটতো।। ফলে জমিদার এবং কৃষকরা এই ধরনের অত্যাচার থেকে মুক্তি

পেতেই স্থানীয় নেতা নুরুল উদ্দিন এবং দয়ারাম শীলের নেতৃত্বে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন।।

রংপুর বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন এবং রংপুর বিদ্রোহ কোথায় হয়েছিল?

রংপুর বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন নুরুল উদ্দিন। নুরুদ্দিন ছিলেন রংপুর বিদ্রোহের প্রধান নেতা এবং দয়ারাম শীল ছিলেন তারা সহকারী নেতা। তবে এরা ছাড়াও দির্জিনারায়ণ,কেনা সরকার,ইসরায়েল খাঁ প্রমূহ রংপুর বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই দুজনের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি তেপার নামক গ্রামের মিলিত হয়ে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রংপুর বিদ্রোহ রংপুরের কাজিরহাট,কাকিনা, ফতেপুর,ডিমলা প্রভৃতি স্থান সহ দিনাজপুর এমনকি কোচবিহার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

রংপুর বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ?

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া রংপুর বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। রংপুর বিদ্রোহের ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল তীব্র দমন নীতি। ইংরেজ সরকার

সেনাবাহিনী নিযুক্ত করে তীব্র দমনীতি চালিয়ে রংপুর বিদ্রোহ দমন করেছিল। বিদ্রোহের নেতা নুরুল উদ্দিন ওর দয়ারাম শীল পুলিশের হাতে বন্দি হন এবং পরবর্তীতে তাদের মৃত্যু ঘটে। বিদ্রোহের প্রধান নেতাদের মৃত্যু ঘটলে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাস নাগাদ রংপুর বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়।।

রংপুর বিদ্রোহের গুরুত্ব বা ফলাফল কী ছিল?

রংপুর বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও রংপুর বিদ্রোহের বেশ কিছু গুরুত্ব বা ফলাফল ছিল। যেমন-

১) প্রথমত রংপুর বিদ্রোহের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেবী সিংহকে ইজারাদারের পদ থেকে অপসারণ করে বা দেবী সিংহ তার রাজস্ব আদায়ের অধিকার হারায়।

২) দেবী সিংহ তার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা হারালে কৃষকরা তার ভয়ংকর অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়।

৩) রংপুর বিদ্রোহের ফলে সেই সময় হিন্দু মুসলিম কৃষকদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল।

৪) লর্ড কর্নওয়ালিস রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে ইজারাদারি বন্দোবস্তের এমন ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তিনি এই ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য নতুন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।